AMITRAKSHAR PUBLISHERS

আজও রোমাঞ্চকর:
স্বাধীনতা আন্দোলনে ঘাটাল মহকুমা

(প্রথম খণ্ড)

ড. অভিজিত চক্রবর্তী

আজও রোমাঞ্চকর: স্বাধীনতা আন্দোলনে ঘাটাল মহকুমা (প্রথম খণ্ড)

AMITRAKSHAR PUBLISHERS KOLKATA

আজও রোমাঞ্চকর :
স্বাধীনতা সংগ্রামে ঘাটাল মহকুমা
(প্রথম খণ্ড)

AMITRAKSHAR PUBLISHERS
KOLKATA
AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

আজও রোমাঞ্চকর :
স্বাধীনতা সংগ্রামে ঘাটাল মহকুমা
(প্রথম খণ্ড)

ড. অভিজিত চক্রবর্তী

AMITRAKSHAR PUBLISHERS KOLKATA
AMITRAKSHAR™
PUBLISHERS
AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

First Published on
24th October, 2024
by

Amitrakshar™

Publishers

Kolkata – 700068

© Copyright reserved by Author

ISBN: 978-93-6008-142-3
(Hardback)
Price: 380.00

Title of the Book:

আজও রোমাঞ্চকর:

স্বাধীনতা আন্দোলনে ঘাটাল মহকুমা

(প্রথম খন্ড)

(AAJO ROMANCHOKOR:
SWADHINOTA ANDOLONE GHATAL MOHOKUMA
(PROTHOM KHONDO))

Edited by:
Abihjit Chakraborty

Language: Bengali

Publisher and Type setter: Amitrakshar Publishers

Typeset in Avro Bangla Keyboard

Page No.: 185

Printed by: Amitrakshar Publishers & M. Enterprises

Website: www.amitrakshar.co.in

Website link: https://www.amitrakshar.co.in/book/

Email id: amitraksharpublishers@gmail.com

Phone/ WhatsApp Number: 9735768900

Published by:

Office: 1/199, Jodhpur Park, Gariahat Road, Kolkata- 700068

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including, photocopying and recording, or in any information shortage or retrieval system, without permission in writing form the publisher.

উৎসর্গ

মাতৃদেবীর

শ্রীচরণকমলে

“দেশকে ভালো না বাসলে তাকে ভালো করে জানবার ধৈর্য্য থাকে না, তাকে না জানলে তার ভালো করতে চাইলেও তার ভালো করা যায় না।”

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

ইতিহাস হল অতীতের ঘটনাবলীর ধারাবাহিক স্রোত। ইতিহাস সময় চেতনার গদ্য। ইতিহাস হল পূর্বকথন। বর্তমান তাই অতীতের ঘটনার সমাহার খোঁজে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। ঊনিশ শতক এবং বিশের দশক হল ভারতের তথা বাংলার ইতিহাসের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের যুগ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিঃসন্দেহে আধুনিক সমাজের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গণ-আন্দোলনগুলির অন্যতম। এই আন্দোলন সমস্ত মতাদর্শের লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এক পরাক্রান্ত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যকে বাধ্য করেছে আন্দোলনের সামনে নতজানু হতে। স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপ অনুভব করা যায়। এই আন্দোলন কখনোই অন্তর্মুখী ছিল না। রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকেই ভারতীয় নেতারা ব্যাপক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম একটি হল মার্কসবাদী ধারা। এই ধারার ঘরানার গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন রজনী পাম দত্ত এবং এ. আর. দেশাই। ১৯২০-র দশকের শেষদিকে এবং ১৯৩০-এর দশকে শক্তিশালী বামপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আমূল পরিবর্তন আসল। বিখ্যাত চরমপন্থী নেতা বিপিন চন্দ্র পাল ১৯১৯-এ লিখেছিলেন :

"আজ জার্মান সমরবাদের পরাজয় ও জারের স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হবার পর সারা পৃথিবীতে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে- জনগণের শক্তি। এই শক্তি নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার- সম্পত্তিবানদের ও তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীগুলোর দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত না হয়ে স্বাধীনভাবে সুখে বাস করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

১৯২০-র দশক জুড়েই ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলন দ্রুত গড়ে উঠতে লাগল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার বৈপ্লবিক দায়বদ্ধতায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক ভারতীয় বিপ্লবী রাশিয়ায় গিয়ে রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন এম. এন. রায়। তাঁর নেতৃত্বে সাতজন ভারতীয় মিলে ১৯২০ সালের অক্টোবরে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তৈরী করেন। এরপর থেকেই ভারতে অনেক বামপন্থী ও কমিউনিস্ট গোষ্ঠী ও সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট নেতাদের দ্বারা গঠিত হয় কানপুরে সি.পি.আই. পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টির

প্রধান কাজ ছিল কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন তৈরী করে তাদের মাধ্যমে কাজ করা। ১৯৩০ সালে এম. এন. রায় ভারতে ফিরে আসেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার পর গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯২০-এর দশকে অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০-এর দশকে আইন অমান্য আন্দোলন হাজার হাজার ভারতবাসীকে অহিংস পথে ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯২৯ সালের কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছিল আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনার কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য। ১৯৩০ এর ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সবরমতী আশ্রমে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক থেকে গান্ধীজীকে তাঁর পছন্দমত সময় ও স্থান থেকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অগ্রগতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত করেছিল। কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন এমন লোকের সংখ্যা ছিল ৯০,০০০ এরও বেশি। ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের তুলনায় সংখ্যাটা তিন গুণেরও বেশি। আইন অমান্য আন্দোলন ভারতের প্রতিটি রাজ্যকে স্পর্শ করেছিল।

বাংলার সর্বত্র এই আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলনের আছে আত্মিক যোগ। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য বা প্রভাংশু পালের মতো আঞ্চলিক নেতাদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন অনেক বেশি তীব্রতা লাভ করে। নাড়াজোলের রাজা মহেন্দ্র লাল খানের মতো বিত্তশালী মানুষরা ব্রিটিশদের বিরোধিতায় বিপ্লবীদের আর্থিক সাহায্য দিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই মানুষগুলির নাম স্বর্ণাক্ষরে ক্ষচিত থাকবে ইতিহাসের পাতায়। সেই ইতিহাস হল এই ঘাটাল মহকুমার ইতিহাস।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারার অপর একটি সক্রিয় অংশ হল কৃষক আন্দোলন। প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কৃষক অসন্তোষ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বারবার ঘটেছে। কিন্তু বিংশ শতকে এই অসন্তোষের মধ্যে থেকে যে সব আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল সেগুলি ছিল নতুন বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। বিংশ শতকের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এই কৃষক আন্দোলন গুলিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। আবার কৃষক আন্দোলনগুলিও স্বাধীনতা সংগ্রামের

ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। ১৯৩০ এর দশকে দেখা গেল ভারতীয় কৃষকদের দেশব্যাপী জাগরণ। নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কাজে তারা নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্ক সব সময়েই অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য থেকেছে। যেসব এলাকায় জাতীয় আন্দোলন ছড়িয়েছে, সেখানেই কৃষক আন্দোলনের খবরও পৌঁছে গিয়েছিল। মতাদর্শের দিক থেকেও কৃষক আন্দোলন জাতীয়তাবাদের মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল। কৃষক আন্দোলনের কর্মী ও নেতারা শুধু শ্রেণীগত ভিত্তিতে কৃষক সংগঠনের বার্তাই নয়, জাতীয় স্বাধীনতার বার্তাও বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও ঘাটাল মহকুমার নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। ভাগনাডিহির মাঠে সাঁওতালদের জনসমাগমে ঘাটাল মহকুমার বহু মানুষ যোগদান করেছিলেন এবং সাঁওতাল বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দাসপুর থানার উত্তরে ধান্যখালের বাসিন্দা গোবর্ধন দিগ্‌পতি ছিলেন চুয়াড় বিদ্রোহের নেতা। চন্দ্রকোনার কাছে ফাঁসি ডাঙার মাঠে নৃশংসভাবে প্রকাশ্যে আদিবাসী বিদ্রোহীদের ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল। ঘাটাল মহকুমার নীলকুঠী সাহেবদের অত্যাচারের প্রমাণ স্বরূপ জনশ্রুতিতে বেঁচে রয়েছে নীলকুঠী ইতিহাস।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল একটি ব্যাপক আন্দোলন যার লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের সাথে সাথে বাংলার ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। মীরমদন ও মোহনলালের মতো বীরের রক্তে বাংলার মাটি সেদিন ভিজে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই প্রাণ বিসর্জন ব্যর্থ হয়নি। হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলা মায়ের কোলে ফিরে এসেছে ক্ষুদিরামের মতো ছেলেরা, যারা এই ঘাটাল মহকুমার গর্ব। সারা বাংলার গর্ব, ভারতবর্ষের গর্ব। ঘাটাল মহকুমার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময়। সমগ্র ভারত যখন জাতীয় আন্দোলনে উত্তাল তখন ঘাটাল মহকুমার স্বদেশপ্রেমী নেতারা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নানা ধরনের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ধারার সহাবস্থান ঘটেছিল। একটা গণ-আন্দোলন হিসাবে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন জনগণের বিভিন্ন অংশের নানা ধরনের কর্মশক্তি, প্রতিভা ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়েছিল। জাতীয়

আন্দোলন বাংলার জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এই বইটিতে আঞ্চলিক ইতিহাসের ব্যাপকতা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরার একটি অভিনব প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ঘাটাল মহকুমা তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্মভূমি এবং মর্মভূমি। এই ঘাটাল মহকুমা ধন্য হয়েছিল নেতাজীর পদধূলিতে। এই মহান ব্যক্তিত্বদের বীরগাথা বর্ণনা করা হয়েছে এই বইটির পাতায় পাতায়। জাতীয় আন্দোলনের ধারায় ঘাটাল মহকুমার সংগ্রাম ও আন্দোলনকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি নিরলস প্রয়াস করেছেন এই বইটির লেখক অধ্যাপক ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী। লেখকের কলমে এই বইটিতে উঠে এসেছে ঘাটাল মহকুমার এক অজানা ইতিহাস।

বৈশালী গুহ
ইতিহাস বিভাগ
নাড়াজোল রাজ কলেজ

লেখকের নিবেদন

ইতিহাস চর্চারও ইতিহাস আছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কবে থেকে যথার্থ ভাবে শুরু হয়েছে, এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে কেউ কেউ বলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ, আবার কারো কারো মতে এটা ছিল নিছক সিপাহী বিদ্রোহ। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কি যথার্থ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল? কিন্তু কয়েক দশক তো ছিল কেবল বোঝাপোড়ার রাজনীতি। ব্রিটিশদের কাছ থেকে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায়ের রাজনীতি। কারো কারো মতে যেদিন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বা স্বরাজের দাবী উঠেছিল সেদিন থেকেই শুরু হয় যথার্থ মুক্তির সংগ্রাম। গত শতাব্দীর বিশের দশকের একেবারে সূচনাতেই কমিউনিস্টরাই তুলেছিল প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী। স্বাধীনতা লাভের প্রায় ১৭ বছর আগে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রিতে সমবেত জনতার সামনে রাভি (ইরাবতী) নদীর তীরে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তুলে ঘোষণা করলেন সামগ্রিক স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বরাজ, সেদিন থেকেই যথার্থ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সূচনা বলে কেউ কেউ মনে করেন। মহাত্মা গান্ধী সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার স্বাদ ও স্বপ্ন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৪২ সালের ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’ স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ বলে কেউ কেউ মনে করেন। প্রদীপ জ্বালানোর আগে থাকে সলতে পাকানোর কাজ। স্বাধীনতা হারানোর পরে পরেই যে সমস্ত গৌরবময় স্থানিক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, যে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ কৃষক ও আদিবাসী সমাজ— তার ইতিহাস কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পৌরাণিক চরিত্র দধিচি মুনি স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত দেবতাদের কাতর অনুরোধে হাসতে হাসতে প্রাণ বিসর্জন করেন। তাঁর অস্থি থেকে সৃষ্টি হয় বজ্র। সেই বজ্রের সাহায্যেই দেবরাজ ইন্দ্র মহাপরাক্রমশালী বৃত্রাসুরকে নিধন করে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তেমনি আমাদের দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য, প্রায় দু’শো বছরের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য বহু বীর বিপ্লবী দধিচি মুনির মতই হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছেন। অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তথা মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস সত্য-সত্যই রোমাঞ্চকর। এই ইতিহাস গণ-আন্দোলনের ইতিহাস তথা গণসংগ্রামের ইতিহাস। এই ইতিহাস আত্মত্যাগের ইতিহাস।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ঘাটাল মহকুমার অবদান ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী ভাবনার উন্মেষের পূর্বে- যে সমস্ত স্থানিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল- যেমন- চুয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ ইত্যাদি এই সব বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অথচ ব্রিটিশ সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া বিদ্রোহগুলির সঙ্গে ঘাটাল মহকুমার কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ যোগ ছিল, যা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ঘাটাল মহকুমার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা যেমন বহমান থেকেছে, তেমনি বামপন্থী আন্দোলনের ধারা কিভাবে সেই আন্দোলনকে বেগবতী করে তুলেছিল, তা এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই ঐতিহাসিক ঘটনা বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে যা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য নয়, পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরার জন্য। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ধর্মদাস হড়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা আমার মা, প্রণম্য গীতারাণী চক্রবর্তী ঘাটাল মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক ঘটনার কথা গল্পের ছলে বলেছেন, যা আমাকে এই জাতীয় গ্রন্থ রচনায় আমাকে প্রাণিত করেছে। মাতৃচরণে রইলো আমার শতকোটি প্রণাম।

আমার অগ্রজ পূজনীয় শ্রী অশোককুমার চক্রবর্তী ও অনুজ স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর কাছ থেকে গ্রন্থটি রচনায় বিশেষ উৎসাহ লাভ করেছি। অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুজের প্রতি স্নেহ ও শুভেচ্ছা রইলো। 'সৃজন' পত্রিকার সম্পাদক, অধ্যাপক লক্ষ্মণ কর্মকার, যাঁর কাছ থেকে সর্বদা স্নেহ ও আশির্বাদ পেয়ে থাকি, তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁর প্রতি প্রণাম রইল।

আমার স্ত্রী শ্রীমতি অপর্ণা ও আমার একমাত্র স্নেহের কন্যা পূর্বাশা প্রবল উৎসাহ ও নিরন্তর তাগাদা দিয়ে গ্রন্থটি রচনায় আমাকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে তা সব প্রশংসার ঊর্ধ্বে।

নাড়াজোল রাজ কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ড. বৈশালী গুহ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অমিত্রাক্ষর পাবলিশার্স-এর কর্ণধার মাননীয় অমিত অধিকারী, আমার অনুজপ্রতিম অধ্যাপক সনৎ পান সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি করেছে। ও'দের প্রতি শুভেচ্ছা রইলো। অক্ষর বিন্যাসে সহযোগিতা করেছেন মাননীয় বিশ্বজিৎ মেট্যা, ও'র প্রতি কৃতজ্ঞতা রইলো। মাননীয় জগদীশ চন্দ্র মাইতি, গ্রন্থটি রচনায় আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেছেন, তাঁর প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। কবি রাম মাইতি সম্পাদিত 'এই সময়' পত্রিকায় বিপ্লবী

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়কে নিয়ে আমার দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকজন সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এবং সম্পাদক আমাকে ঘাটাল মহকুমার স্বাধীনতা- আন্দোলনের উপর গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে ঘাটাল মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক ঘটনা ও অনেক স্মরণীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা যুক্ত করা গেলো না, দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁদের রোমাঞ্চকর সংগ্রামের ও আত্মত্যাগের কথা থাকবে। আশা করি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে।

ঘাটাল মহকুমার স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা শুরুর পূর্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে একটি প্রবন্ধ যুক্ত করা হয়েছে। কোনো তথ্য যদি বাদ পড়ে যায়, বা কোনো তথ্য যুক্ত করলে হয়তো ভালো হত, এই রকম মতামত পাঠক-পাঠিকারা যদি প্রদান করেন, তাহলে চির কৃতজ্ঞ থাকবো। পরিশেষে গ্রন্থটির ভালো মন্দ বিচারের ভার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিলাম।

অভিজিত চক্রবর্তী

'কবিস্মরণে', জটাধরপুর,
কলোড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর
তারিখ ১৫.১০.২০২৪

সূচিপত্র

ভূমিকা	vii
লেখকের নিবেদন	xi
বিষয়	**পৃষ্ঠা**
১. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা	১
ক. বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন স্থানিক বিদ্রোহ	৪
খ. জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা	৫
গ. ভারতে সমাজতন্ত্রবাদী আদর্শের উন্মেষ, প্রসার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা	৭
২. ফাঁসিডাঙ্গা : নিষ্ঠুরতার এক ভয়ঙ্কর ইতিহাস	১০
৩. ঘাটাল মহকুমায় নীল বিদ্রোহ ও রেশমকুঠির অতিসংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	১২
৪. ঘাটাল মহকুমার সন্ন্যাসী বিদ্রোহ	১৪
৫. দাসপুরের সিংহপুরুষ গোবর্ধন দিগপতি	১৫
৬. এক সোনালি অধ্যায় : ঘাটাল মহকুমায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আগমন	১৮
৭. চেতনায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রসঙ্গ: বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য	২৩
৮. দেশপ্রেমিক বিদ্যাসাগর	৩৩
৯. ঐতিহাসিক চেঁচুয়া হাটের গণবিদ্রোহ ও বিপ্লবী মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৩৯
১০. স্বাধীনতা সংগ্রামে নাড়াজোলের রাজপরিবার	৪৮
ক. স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজা নরেন্দ্রলাল খান	৫০
খ. স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজা দেবেন্দ্রলাল খান	৫৬
গ. পরাধীন ভারতের প্রথম বিদ্রোহিনী নারী রাণী শিরোমণি ও নাড়াজোলের রাজ পরিবার	৬২
১১. স্বাধীনতা সংগ্রামে ঘাটাল মহকুমার এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব: প্রসঙ্গ বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়	৬৪
● ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ইস্তিহার বণ্টন	৭২
● ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মুদ্রিত ইস্তিহার	৭৪
● গয়া কংগ্রেসের নামে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসের বাণী	৮৭

- বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের শেষ লক্ষ্য ৮৮
- বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ হলো বিপ্লবের রণধ্বনি ৮৯

- স্বাধীনতা অথবা দাসত্ব এর মধ্যে কোন মধ্যপথ নেই ৯০
- কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে পরাধীন জাতিগুলির সংগ্রামকারীর সম্পর্ক ৯১
- বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের কর্মসূচী ৯২

১২. স্বাধীনতা সংগ্রামে জাড়ার বিখ্যাত রায় পরিবার ও যোগেন্দ্র চন্দ্র রায় ৯৩
ক. স্বাধীনতা সংগ্রামী কিশোরীপতি রায় ৯৬
খ. স্বাধীনতা সংগ্রামী সাতকড়িপতি রায় ১০০
১৩. ঐতিহাসিক হাটগেছিয়া গ্রাম ও সিমলা দিঘির পাড় : প্রসঙ্গ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ডাক লুণ্ঠন ১০৫
ক. ‘ঐতিহাসিক ডাকলুণ্ঠন’ ১০৫
খ. গুপ্ত সমিতি ও ক্ষুদিরাম বসু ১০৮
১৪. ‘শ্যামগঞ্জ’ : ঐতিহাসিক লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের পীঠস্থান ১১১
১৫. স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী মোহিনী মণ্ডল ১১৮
১৬. স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রভাংশু পাল ১২৪
১৭. স্বাধীনতা সংগ্রামী ধর্মদাস হড় ১২৮
১৮. আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী পূর্ণচন্দ্র সেন ১৩১
১৯. স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী স্বদেশ রঞ্জন দাস ১৩৬
২০. ঘাটাল মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামী নিতাই চরণ মাইতি ১৩৯
২১. স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ যতীশ চন্দ্র ঘোষ ১৪৩
২২. স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী লক্ষ্মণ দিগর ১৪৯
গ্রন্থঋণ ১৫৫

আজও রোমাঞ্চকর: স্বাধীনতা আন্দোলনে ঘাটাল মহকুমা (প্রথম খণ্ড)

AMITRAKSHAR PUBLISHERS
AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

website.: www.amitrakshar.co.in
Email.: amitrakshapublishers@gmail.com
Office: 1/199, Jodhpur Park, Gariahat Road, Kolkata - 700068
Phone :. 9735768900

website.: www.amitrakshar.co.in/book/
Price: ₹ 380.00

ISBN: 978-93-6008-142-3

9 789360 081423
(Hardback)